যুগান্তর

তারিখ 03 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

আগস্টে ছাত্র বিক্ষোভের পেছনে শিক্ষক ও রাজনৈতিক নেতাদের ইন্ধন ছিল

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত গত আগস্ট মাসের ঘটনা বড় আকার ধারণ করেছে কয়েকজন শিক্ষক নেতার উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং কিছু রাজনৈতিক নেতার ইন্ধনে। আগস্ট মাসে সংঘটিত ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'আচরণবিধি' প্রণয়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, এছাড়া ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা যাবে না।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ডাকসুসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদগুলো কার্যকর না থাকায় ঘটনাটির বিস্তৃতি ঘটে। অন্যদিকে এই ছাত্র সংসদ না থাকায় ক্যাম্পাসগুলোতেও গড়ে উঠেছে সুবিধাভোগী অছাত্র নেতৃত্ব। বিপরীত দিকে অধ্যাদেশে দেয়া সুযোগকে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনেকে সরাসরি দলীয় রাজনীতিতে জড়াচ্ছেন। দিচ্ছেন লাগামহীন দলীয় আনুগত্যমূলক বক্তব্য। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সংশোধন এবং ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতিকে দলীয় লেজুড়বৃত্তিমুক্ত করা জরুরি।

বিচারপতি (অব.) হাবিবুর রহমানকে আহ্বায়ক করে গঠিত ওই কমিশনের রিপোর্ট গত ১৫ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এটি জনসম্মুখে প্রকাশের লক্ষ্যে সম্প্রতি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় পেশ করা হয়েছিল।

কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ১০ আগস্ট ঘটনার উৎপত্তির পেছনে কয়েকজন সেনা সদস্য ও একজন ছাত্রের মধ্যকার 'অনিয়ন্ত্রিত' ঘটনাকে গোটা ছাত্র বিক্ষোভের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। মোট ২৪টি 'বড় কারণ' চিহ্নিত করে কমিশন বলেছে, প্রথম দু'দিনের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত হলেও শেষ দিনের আন্দোলনে রাজনৈতিক ইন্ধন ছিল। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অস্থিরতা'য় ফেলার লক্ষ্যে অনেকেই ঘটনাটিকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষক নেতাদের উত্তেজনাকর বক্তব্য ছাত্রদের সেনা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মুখোমুখি করেছে। ঘটনাটি সোনবাহিনীর ভাবমূর্তিকেও ক্ষুণ্ন করেছে। রিপোর্টে ঘটনা বিস্তৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্বল প্রশাসনকেও দায়ী করা হয়েছে।

২৮ সুপারিশ

২৮টি সুপারিশের মধ্যে রয়েছে— ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য করা 'আচরণবিধি' সবাই মানতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ৫৬(২) সেকশনে শিক্ষকরা বৈধ সংগঠন করার অধিকার পেয়েছেন। কিন্তু শিক্ষকদের এই স্বাধীনতার স্বচ্ছতা নিশ্চিতে'র কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদ নিয়ে নীল, সাদা ও গোলাপিসহ বিভিন্ন নামে তারা রাজনীতি করেন। শিক্ষকরা মত প্রকাশ করবেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ

ইন্ধন : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

ইন্ধন : শিক্ষক ও রাজনৈতিক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

'প্রভাবিত' হয়ে যাতে 'লাগামহীন' বক্তব্য দিতে না পারেন সে বিষয়ে 'বিধিনিষেধ আরোপ' করা উচিত। এ প্রসঙ্গে কমিশন শিক্ষক সমিতিগুলোকে 'রাজনীতিমুক্ত' রাখারও সুপারিশ করে।

রিপোর্টে এছাড়াও ছাত্র সংগঠনগুলো মূল দল থেকে আলাদা রাখা, ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র ও হল সংসদ নির্বাচন, নিজস্ব 'নিরাপত্তা বাহিনী' এবং অভ্যন্তরীণ ছোটখাটো সমস্যা নিরসনে 'সালিশ বোর্ডে'র মতো বোর্ড গঠনের সুপারিশ রয়েছে।